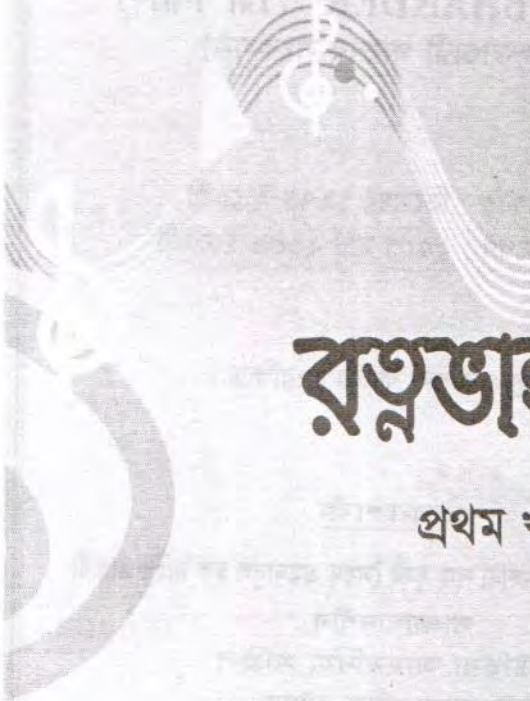




বত্নভাভার

প্রথম খন্ড

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভান্ডারী

সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

রত্ন ভাণ্ডার (১ম খণ্ড)

RATNA BHANDER (1st Part)

[মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইংরেজী
তৃতীয় সংস্করণ : ২৫শে মার্চ ২০০৯ ইংরেজী

সর্বসত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া : ১৫.০০ (পনের) টাকা।

ডিজাইন ও মুদ্রণ

তিলোত্তমা মুদ্রণালয়

৪৪/৪৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬১৩২৭২, ৬১৫২৪৮।

প্রথম অধ্যায়

ফজু মিঞা চৌধুরী ছাহেবের রচিত “তত্ত্ব রত্ন”
বহি হইতে সংকলিত

১নং শে’র

আমার মনের ঠিক নাইরে—আমার দিলের ঠিক নাই ।

কোন পথে যাইব পস্থা উদ্দেশি না পাই ।।

ক্ষণে রাজ বস্ত্র পরি—ক্ষণে পরী হয়ে উড়ি ।

কখনও বিমানে চড়ি—চৌদিকে বেড়াই ।।

ক্ষণে লই জমিদারি—ক্ষণে করি সওদাগরী ।

তত্ত্বে বসি রাজা হই—ভুকুম চালাই ।।

কখন যাই নাচে গানে—ক্ষণে থাকি সুরাপানে ।

লোকের ভয়ে কখন যাই—নামাজে দাঁড়াই ।।

প্রতিদিন করি মনে—রাত্রে থাকব প্রভুর ধ্যানে ।

ফজরে কি খাব জপি—সজিদাতে যাই ।।

ক্ষণে সাধু বেশ ধরি—ঘন ঘন মালা নাড়ি ।

আচ্কান চোগা গায়ে মাথে শামলা উড়াই ।।

কিসে লোকে ভাল বলে—আছি কেবল সেই ছলে ।

মনের কথা প্রকাশিলে লজ্জার অন্ত নাই ।।

ও মন; তুমি কথা শুন—তুমি মোটা গাধা হেন ।

খেওনা খেওনা খেতে পানিরে ঘোলাই ।।

তুমি কি খাইয়াছ পারা—মন হইয়াছে তার ধারা ।

শীঘ্র পারা বাহির কর মাইজভাণ্ডরে যাই ।।

২নং শে’র

তুমি কেন কর বল বল—২ ।

বলি—এ পাইলে তোরে দিবে রসাতল ।।

বিক্রম সাহসে বলে করিলা সমর-
 বন পশু সিংহ ব্যাঘ্র মারিলা বিস্তর
 এজন্য বলি তোরে বলয় সকল ?
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা পঞ্চজন,
 তারাতো তোমার সঙ্গে সাথী অনুক্ষণ ।
 কানে ধরি ঘুরায় তোরে, তারা যেন ঘুরায় কল ॥
 পাঁচের মধ্যে একের শক্তি করিতে সংহার-
 না পারিলে তবে কি তোর বলের বাহার
 তোমারে যে বলী বলে ঐ সব পাগল ॥

৩নং শের

ওরে বৃদ্ধ মন কি কারণ, কর ধন ধন ।
 নিধন সময় তোর-বাকী আছে অল্পক্ষণ ॥
 ছাড়িবে ছাড়িবে যাহা- কেন উপার্জনে তাহা ।
 বিক্রয় করিতেছে আহা-মহামূল্য আয়ুধন ॥
 অসময়ে যেই ধনে-যুঝিবে সমন সনে ।
 কেন তাহা উপার্জনে-না দিলি না দিলি মন ॥
 যা কিছু ভক্ষিতে মনে-ভক্ষ্য তোর প্রতিক্ষণে ।
 যোগাইতেছে সযতনে-তব প্রিয় পুত্রগণ ॥
 ভাব যবে যমে ধরি- নিবে স্ত্রী পুত্র ছাড়ি ।
 সে সমে আদর করি- ভক্ষ্য দিবে কোন্ জন ॥
 এখনও তোমার দেহ-আছে পশু পক্ষী কহে ।
 ছিড়ি না খাইছে অহ-কর অশ্রু বরিষণ ॥
 এখনও রসনা আছে-কীটে পোকে না খাইছে ।
 কাতরে প্রভুর কাছে-কর ক্ষমা পরার্থন ॥
 এখনও শ্রবণ দোটা আছে- না ঢুকিছে মাটি ।
 গুরু উপদেশ খাটি-করায় কর শ্রবণ ॥

এখনও নয়ন কায়-না মিশিছে মৃত্তিকায় ।
ফজু বলে হায়রে হায়-কি করিলি মৃঢ় জন ।।

৪নং শে'র

মরি হায় হায়! জীবন গেলরে দুরাশায় ।
আমার বাধা তরি শূন্যে উড়ে--
উড়ে উড়ে কুল না পায় ।।
সংসার প্রবল শ্রোত-যেদিকে সেদিকে যাই,
কাল ধীরে জাল পেতেছে
তাতে আমার লক্ষ্য নাই-
রলেম আশে শ্বাসে শ্বাসে, আয়ু রবি অস্ত যায় ।।
কার আশা ভালবাসা - বাসি আমি যাহারে,
সে আমায় বাসেনা ভাল-
দুঃখ বলি কাহারে ।
আশা করি যে ভাল ধরি-ডালে মূলে ভেঙ্গে যায় ।।

৫নং শে'র

প্রভুরে তুমি গফুর গফফার-
তুমি বিনে নিলক্ষ্যের লক্ষ্য নাই আর,
আমি অধীন নাচার ।
তুমি বিনে এ সংসারে কে আছে আমার-
ভব সিদ্ধু তরিবার ।।
দাড়াইয়াছি তব দ্বারে- তাড়াইয়া দিলে মোরে,
আমি যাব কার দ্বার ।
মাথা রাখিবার স্থান- আছেন আমার-
আশ্রয় বিহনে তোমার ।।
আমি পিপীলিকা যেন- পাপ ইচ্ছা ব্যাঘ্র হেন,
না পারি অনু করিতে সংহার ।

হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ রসনা আমার—
 তারা বশে আছে তার ।।
 না শুনি তোমার কথা— চলি সদা যথা তথা
 পাপ পুণ্য না করি বিচার ।
 পাপ লোভ ত্যাগী সাধ্য— না হল আমার
 সদা সঙ্গে দুরাচার ।।
 যত আমি অপরাধী— হিসাবেতে ধর যদি
 তবে আর কি নিস্তার আমার ।
 মম পাপ হতে কৃপা— অধিক তোমার,
 কেবল ভরসা আমার ।।
 মরণ সঙ্কটে সমে— যখন ধরিবে যমে,
 বিকট আকৃতি ভয়ঙ্কর ।
 তখন না ভুলি যেন— নাম আপনার
 এই কাকুতি আমার ।।
 যখন মহা সঙ্কটে — হিসাব হাশর মাঠে
 দাঁড়াইব হইয়া কাতর ।
 হস্তপদে সাক্ষী দিবে— বিরুদ্ধে আমার,
 আমি বশে আছি যার ।।
 হায়রে আমি কি করিব— তখনই সে কারে পাব,
 দুঃখ হস্তে করিতে উদ্ধার ।।
 ফজুর ভরসা প্রভু—তোমার কৃপার
 অন্য মনে নাই আর ।।

৬নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত
 ঠক এবাদত কর, কিসের গর্ব কর মন ।
 ঠকে কি ঠকাইতে পারে, মহাপ্রভু নিরঞ্জন ।।

মস্তকে সজিদা কর- দিলে রাখি বাড়ী ঘর ।
 হস্ত হেলায় তছবি পড়, স্ত্রী পুত্র বান্ধা মন ।।
 এই বুঝি শরীয়ত- নবীজীর তরীকত ।
 কোথায় বা ফরমাইয়াছে নবী এইমত ফরমান ।।
 ফওয়াইলুল্লিল মুছল্লিন- কহে রব্বুল আলামিন ।
 কোন মছল্লিরে তারা-খুলে দেখ ফোরকান ।।
 অদ্যে ভজি মুর্শিদ ধন- হাদী কর ঠিক মন ।
 তবে শরীয়ত মতে- ভজ প্রভু নিরঞ্জন ।।
 যার নাই মুর্শিদ মন- মুর্শিদ তার হয় শয়তান ।
 হাদিছেতে নবীজীর- এইমত ফরমান ।।

৭নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

মিছা দুনিয়ার পিরীত চির দিনত রবেনা ।
 পরকালের কথা মনে- কর কিছু ভাবনা ।।
 যখন যমদূত আসি- প্রাণ হরিবে কষি কষি
 নাখুনে চিড়িয়া হিয়া
 দিবে তোরে শাম যাতনা ।।
 আঁধার মণ্ডব ঘরে- যখন সপিলে তোরে
 ভাই বন্ধু ঘরে যাবে- ফিরে আরত দেখবেনা ।।
 হাসরের ময়দানেতে-আমল নামা-নিযে হাতে
 স্বর্গে কি নরকে যাইবা-তারত নাইরে ঠিকানা ।।
 মিছা ভবের মায়া ছাড়-
 কাল থাকিতে চেষ্টা কর ।
 শঙ্কট তরাইতে হাদী- মুর্শিদ কর সঙ্গি জনা ।।

৮নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

সাধি লও প্রেম ধন- থাকিতে জীবন ।
 না যাবে তোর সঙ্গী হয়ে- ভবের মাল ধন ।।
 সময় যখন ফুরাইবে- সমন আসি দেখা দিবে ।
 কাড়ি নিবে প্রাণ পাখী-পড়ি রবে তন ।।
 ভাই বন্ধু পুত্র ধন-সঙ্গী না হইবে মন ।
 একেলা কবরে নিয়া করিবে দাফন ।।
 হাশেরেতে নিরঞ্জন- পুছিবে ঈমান ধন ।
 না চাবে তোর জাতি কুল-হাদীর মান ধন ।।

৯নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

অসার সংসার মাঝে-সুখের কি আশা ।
 সর্বত্র করগো মন- প্রভুর ভরসা ।।
 ভবের পীরিতে মন-ডুবাইলি আসল ধন ।
 শঙ্কট সময়ে ও মন- হইবা নিরাশা ।।
 ভক্তি ভাবে নিরঞ্জন-না ভজিলে কদাচন ।
 জনম বিফল গেল- করি দুরাশা ।।
 ভজ দাস হাদীর মন- গাউছ ধনের শ্রীচরণ ।
 তাঁহার চরণে রাখ- মুক্তির ভরসা ।।

১০নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

ভবের পিরীতে মজে- ওহে লোভী মন ।
 জীবন অমূল্য ধন- গেল অকারণ ।।

মোহন মুরতি জন-মোটে না চিনিলি মন ।
 প্রভু সখা নরীতন-না চিনিলি নবী ধন ।।
 না চিনিলি আত্মকর্তা-প্রভু নিরঞ্জন ।
 না চিনিলি প্রেম ধন-অমূল্য রতন ।।
 হাদী দুরাচারের মন- না চিনিলি মুর্শিদ ধন ।
 না ভজিলি মাইজভান্ডারী-রসিক সুজন ।।

১১নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজী সাহাপুরী ছাহেব
 রচিত “বিরহ তরঙ্গ” বই হইতে
 নাছুতি জিকির ও তৎ নিয়ম কানুনঃ-
 মন মাঝি তোর তরীখানি-
 দিন থাকিতে বেয়ে যারে ।
 ছয় লতিফা ঠিক করিয়ে-
 দমের বৈঠায় বেয়ে যারে ।।
 নাভী হতে লা টানিয়ে-
 এলাহা ডান দিকে নিয়ে ।
 ইল্লাল্লাহ্ বলিয়ে হাঁক-
 কলবেতে জরব মেরে ।।
 আমি আমার এ সংসারো-
 লা বলিয়া নফি কর ।
 ইল্লাল্লাহ্ বলিয়ে আল্লাহ্-
 ঠিক করে লও নিরাকার ।।
 আওয়ালো আখেরে আল্লাহ্-
 জাহেরো বাতেনে আল্লাহ্ ।

নুরন আল্লাহ নুর আল্লাহ—

দেখবিরে ধ্যান করে ।

সাহাপুরী নুর নগরী—নুরে আলম

মাইজভাঙরী ।

মুর্শিদ বাবার চরণ ধরি—

চালাও তরী হুঁশিয়ারে ।।

১২নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

দমে দমে জপরে মন—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ।

ঘটে ঘটে জারি আছে—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ।।

ঘটের সারঙ্গী বীচে—

প্রেম রতনের তার লাগাইছে ।

মাওলাজির নাম জপ—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ।।

সপ্ত রঙ্গি টঙ্গির বিচে—

রুহ্ ধন কামিনী নাচে ।

প্রেমেতে বিভোরে জপ—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ।।

মঞ্জিলে মঞ্জিলে মন—

গাউছ ধনের সিংহাসন ।

হাদীরে তল্কিন করে—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ।।

১৩নং শে'র

মওলানা আবদুল গণি মকবুল কাঞ্চনপুরী ছাহেব কৃত
“প্রেমদর্পণ” বই হইতে।

প্রতি বাদ্যে বাজে মন-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।
মন কর্ণ ধৈরে শুন-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
আছমান জমিন মাঝে- গোপ্তে ব্যক্তে প্রতি কাজে।
অহরহ ডঙ্কা বাজে-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
সাধি বারে দুই কুল-দিল প্রভু তরিকুল।
সর্ব শাস্ত্র সৃষ্টি মূল-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
লাহুত সাগর বিন্দু- প্রকাশি নাছুত সিদ্ধু।
আপে আপে স্মরে বন্ধু-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
আদম জাতি প্রভু ভেদি-করি তারে প্রতিনিধি।
দিল মোট মর্ম আদি-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।
প্রেম সাগরে দিয়া ক্ষেফা-সপ্ত মঞ্জিল ছয় লতিফা।
অহরহ করে জপা-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
এই ভব প্রেম স্কুল-কার্য যত পাঠ্যতুল।
পাঠ কর পাঠ্যমূল-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
ভব স্কুলে জনে জনে-অহরহ সর্বস্থানে।
পড়ে জাহেরে বাতেনে-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
মকবুল অঙ্কানে কহে-সার কল্মা আদম হয়ে।
পড় নিজ পরিচয়ে-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।

১৪নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি সাহাপুরী সাহেব রচিত
“বিরহ তরঙ্গ” বই হইতে

শুন আশেকগণ।
সদায় রাখ মাণ্ডকের স্মরণ।
স্মরণ করলে চরণ মিলে-
রাজি হয় নিরঞ্জন।।

ফাজ কুরানী আজ কুরকুম-
 লিখা আছে কোরআনে,
 আর সে দলিল আছে-
 পাওয়া যায় প্রমাণে ।
 ওয়াজ কুরুল্লাহা কাছিরান-
 লা আল্লাকুম তুফলেহন ।
 জিকির অর্থ স্মরণ করা-
 জলী কিম্বা খফীতে,
 যে যেভাবে জিকির করে-
 আল্লাহ রাজি হয় তাতে ।
 না বুঝিয়া বেবুঝগণে-
 করে বৃথা আলাপন ।
 জলী অর্থ “বড় করে” জিকির কর-
 মন মজাই-
 হাদিছেতে আছে লেখা-
 সন্দেহ যে কিছুই নাই ।
 খফী অর্থ চুপে চুপে- জিকির কর সর্বক্ষণ ।
 হাল্কা জিকির জজ্বা ছহী-
 দলিলেতে পাওয়া যায় ।
 না বুঝিয়া কত লোকে-
 আশেকগণের নিন্দা গায় ।
 ভাল কাজে শয়তান লাগা-
 বুঝে না বেবুঝগণ ।
 পরনিন্দা করে যারা-
 হাদিছেতে এই কয়,
 নিজের ভাল পরকে দিয়ে-
 পরের গুণা টেনে লয় ।

খোদার কাজে বাধা দিলে—

খোদা নারাজ হয় তখন ।।

জজ্বা অর্থ আকর্ষণ—

মাণ্ডকের ভাবে হয়,

সর্ব অঙ্গ ফানা হয়ে—

জিকিরেতে মত্ত রয় ।

ওয়াজদ হাল বলে তাকে—

যত ছুফী আলেমগণ ।।

দুনিয়ার জীব জন্তু—ওয়াজদ ছাড়া নাহি হয়,

অতি মহব্বতে খোদা—সৃজিয়াছে সমুদয় ।

জজ্বা হালে পূর্ণভাবে—মাণ্ডকের হয় মিলন ।।

না বুঝিয়া নিন্দা করে—গুনাগার হইওনা,

নিজের আমল শুদ্ধ করি—সোজা পথে চলনা ।

সাহাপুরি সরল মনে—করিতেছে আবেদন ।।

১৫নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

হেলিওনা চলিওনা, থাকিও সাবধানে ।

প্রেমতরণী—বাঁধা আছে, গাউছের চরণে ।।

নূহ নবী কিস্তি যেন, গাউছ ধনের চরন তেন ।

তুফানেতে নাইরে ভয়, পৌছবে ঠিকানে ।।

চাহে না জোহাদের দ্বার, নহে রেয়াজতের ভার ।

কেবল তাওহিদের দ্বার, দারিও ছুয়ানে ।।

তওয়াঙ্কুলের পাল দিয়ে চরণে তাঁর গুণ টানিয়ে ।

পৌছিবে প্রেমের ডিঙ্গা—মাওলাজির সদনে ।।

নামাস্টিয় স্বর্গ সুখ—নাচিস্তিয় নরক দুঃখ ।

সদা মনে দরশন আশা রাখিও যতনে ।।

বিচ্ছেদ মিলন তান, দোজখ বেহেস্ত জান ।
 মুর্শিদ গুপ্তের কর্তা, জানিও সন্ধানে ।।
 কহে দাস হাদী হীন, খোদা মুর্শিদ নহে ভিন ।
 একের দুর্বিন দিয়া-দেখিবা নয়নে ।।

১৬নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

গাউছ ধনের চরণ ধুলা, যে করেছে শিরধার ।
 কোটী ২ শত্ৰু দলে; কি করিতে পারে তার ।।
 ত্রিজগতে নাহি ভয়, যথা তথা পাবে জয় ।
 যার হৃদে প্রবেশিছে, প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার ।।
 যেদিন হাসর হবে, আমরা কি করিব তবে ।
 আর্শে বসি দেখি রবে, ত্রিজগতের করতার ।।
 হাক্কা বন্দী করি সবে, নাচিতে নাটুয়া হবে ।
 চৌদিকে বেড়িয়া রবে, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডার ।।
 নুরের কান্দিল তাতে, আমরা সব নিয়ে হাতে ।
 সম্মুখে গাহিব গান, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডার ।।
 তাঁহার দামানে হাত, দিয়ে আমরা এক সাত ।
 নুরের বিজলি ছটে, পুলহেরাত হব পার ।।
 হেলায় হারাইওনা দিন-দাস হাদী দীন হীন ।
 প্রাণপণ করি ধুলা লও, শাহ মাইজভাণ্ডার ।।

১৭নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

মজেছি তোমার প্রেমে, স্বর্গ সুখ চাহিনা ।
 কি করিব স্বর্গ সুখে, তোর ভাবেতে দিওয়ানা ।।

বালাখানা ছুর দলে, চাহিব না চক্ষু তুলে ।
 তোমার দামান তলে, দাসগণের ঠিকানা ।।
 হাশরের ময়দানেতে, দপ্তর লইয়া হাতে ।
 নাচিব গজল পড়ে, তোর ভাবেতে মস্তানা ।।
 প্রেম মিশামিশি খেলা, খাইব হাশর-বেলা ।
 তোমার সমা'তে হাদী, বাস্প দিব পরওয়ানা ।।

১৮নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

এয়া আর হামর রাহেমিন, মুঝেহ্ পার্ কর,
 তেরী রহমতছে ।
 আয় গাউছুল আজম, জানে জানি, মুঝেহ্ সাধ্ কর
 তেরী ওছলতছে ।।
 তুমি আমার প্রাণের প্রাণ-আমি তোমার তন,
 মন বিনে পাপী তনের-কিসের জীবন,
 মম প্রাণে সিংহাসনে-করিয়ে আসন ।
 ঝলওয়া দেখাও, তেরী সুরতছে ।।
 দহিল মোর তন মন যুগল নয়ন ।
 কলিজা দহিল আর হৃদয়েরই অবসান;
 উড়িল ভস্ম হইয়া প্রেমের পবন ।
 আগ লাগি জুতেরী ফোরকতছে ।।
 অকুল সমুদ্র মাঝে উগ্রতা পবন,
 আসিয়া ঠেকেছি হাদী রাক্ষস ভবন,
 পার হেতু লক্ষ্য তরী তোমারই চরণ ।
 প্রিয় পার কর তেরী সফকতছে ।।

১৯নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

প্রিয় চিন্লাম, চিন্লাম কথা সামান্যত নয়।

চিনল না চিনন মতে নবীজীয়ে কয়।।

হাদিছে কহিছে নবী “মা আরেফনা কাউল জপি।

পুনঃ কার সাধ্য আছে, চিনিছে যে কয়।।

যার কুনে ফয়াকুন, সৃজিলেক ত্রিভুবন।

মানব যে চিনে তারে কার প্রত্যয় হয়,

লায়ছা কামিছলিহী সাইউন, কোরআনেতে

দেখ ভাই।

পুনঃ কেন প্রতিষ্ঠানে কর পরিচয়।।

চিনিতে কে পারে যিনি নানা রূপ ধরে।

যার রূপে মুছা নবী মুচ্ছাগত হয়।

প্রদীশ পতঙ্গ হওয়া, ইউছুপের রূপ লওয়া।

এই সব প্রিয়া তোমার লীলা মনে লয়।।

হাস্তিয়ে বেঁচু যেই, প্রিয়তমা জানে সেই।

মওলানা রুমীয়ে দেখ, কোরআন মতে কয়।।

আদ্যে চিন হাদীর মন, মাইজভাগুরী গাউছ ধন।

তবে সে জানিও প্রিয়া-চিনিছ নিশ্চয়।।

২০নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

প্রেম যে অমূল্য ধন সহজে কি চিনে তারে—

ওহে অবোধ মন।

প্রেমেতে মজিয়ে কত, হারাইছে জীবন ধন।।

প্রেমের এতেক লীলা, নানা রঙ্গ করে খেলা।

রঙ্গিতে প্রভুর লীলা, রঙ্গে নুরীতন।।

রঙ্গে প্রেম রূপসিনী, রঙ্গে প্রেম উদাসিনী ।
 রঙ্গে প্রেম লায়লী মজনু, রঙ্গে সাধু জন ।।
 ইউছুপ জোলেখা রঙ্গ, ক্ষণে প্রেম প্রদীপ রঙ্গ ।
 ক্ষণে পতঙ্গের রূপে, আপে জ্বালাতন ।।
 নানান বরণে রঙ্গ, আশেকী মাণ্ডকী রঙ্গ ।।
 রঙ্গে হাদী মাতোয়ারা, সঙ্গে গাউছ ধন ।।

২১নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

প্রেম তরীতে পার করগো, প্রেম নিধি গাউছ ধন ।
 প্রেম সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া, হরিয়া গেল ভোলা মন ।।
 প্রেম লহরে নানা রঙ্গ, প্রেম সমুদ্রে হয় তরঙ্গ ।
 শ্রদ্ধা মোর পার হইতে, ধরি তব শ্রীচরণ ।।
 প্রেম দাস হাদী হীন, পাপে মগ্ন পূণ্য ভিন ।
 তুমি বিনে নাইগো আশা, ওহে সখা নিরঞ্জন ।।

২২নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

কি দোষ করিছি প্রিয়া, বল তব শ্রীচরণে ।
 তাড়াইয়া দেও কেন, বারে বারে এই অধীনে ।।
 দোষী বা নির্দোষী হই, তুমি বিনে অন্যের নই ।
 তুমি বিনে নিলক্ষ্যের লক্ষ্য নাহি ত্রিভুবনে ।।
 কাতরতা প্রেমবাণে পড়িয়াছি শ্রীচরণে ।
 আরোপ্য করিবে কেবা, তুমি বিনে হাদী হীনে ।।

২৩নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

নানান বরণে বসনে প্রিয়া ভাসিল নয়নে ।

শয়নে স্বপনে জাগরণে হেরি হৃদয়-আসনে ।

কদম্বের ডালে কোকিলা কুহরে-

কুসুম উপরে ভ্রমর গুঞ্জরে ।

কামেতে মজিয়ে কামিনী ভ্রময়ে প্রেমেরই বাগানে ।

মজনু হইয়ে ভ্রমর কাননে, লায়লী বিলাপে-

অহো রাত্র দিনে ।

প্রেমের বিরহে তাপেতে যোগী, যমুনার পুলিনে ।

সুকীৰ্তি ভাজন, ভাণ্ডারী সৃজন,

রশিক সকলের নয়নের অঞ্জন ।

কলঙ্ক ঘোষণ, লইল এখন, হাদী বসনে ।

২৪নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

তেরী প্রেমেরী সাগরে যে দিছে সাঁতার ।

প্রেমের তরঙ্গে পায়, তত্ত্ব আপনার ।

প্রিয়ে গুনাধার-আপে নিরাকার ।

সংসারে সকল-আকারে প্রচার ।

গোপ্তে আহাদ-নামেতে আহমদ ।

মানব সুরতে-আদম সরদার ।

ফেরেস্তু সবার-সজিদা ছিল কার ।

গোপ্তে-ব্যক্তে-সকলি তোমার ।।
 বাহানা মুছার-তুরের মাঝার ।
 মুচ্ছাগত হইল-নবী নুরে আপনার ।।
 নামে ইব্রাহিম-খলিলুর রহিম ।
 নমরুদী আতশে-হইল গোলজার ।।
 রূপে গুণবান-মাশুক জাহান ।
 ইউছুপ সুরতে-মিছিরে প্রচার ।।
 আরব সরদার-মোহাম্মদ মোখ্তার ।
 নবী সকলের নবী-সংসারে প্রচার ।।
 ক্ষেণে হে আশেক-ক্ষেণে হে মাশুক ।
 ক্ষেণে পীরানে পীর-বোগদাদ মাঝার ।।
 হাদীর মোখ্তার-ত্রিঙ্গতের সার ।
 প্রকাশ হইলা নামে-গাউছে মাইজভাণ্ডার ।।

২৫নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত
 আমায় মায়া কর বা না কর প্রাণ ।
 তব দ্বারে পাপী শির দিব বলিদান ।।
 প্রেম সিন্দুরের বিন্দু শিরে, প্রেম মালা গলে পরে ।
 প্রেম বান সুরা পানে-ত্যাগিব জীবন ।।
 দিয়া কাটা শিরের খুন-রাঙ্গাইব শ্রীচরণ ।
 চিহ্ন করি লিব হাদী-হাশরের ময়দান ।।

২৬নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

না জানি কি গুণ আছে-চরণে তোমার ।
 যত দেখি তত সাধ, দেখিতে আবার ।।
 বে ভোলা মন হারাইয়াছ চরণে থাকিয়া রই ।
 আঁখিতে পলক ঠার-নাহিক আমার ।।
 পায়ের রেখাতে তোর-দেখিলাম সুরত মোর ।
 বল মল করে সদা-নূরের মাঝার ।।
 না খুনের কিরণে নূর-আঁখিতে বাড়িল মোর ।
 অরুণ কিরণে যেন-চন্দ্রিমা প্রচার ।।
 দাস হাদীর জীবন-ফেদা হল তোর চরণ ।
 তবে সে মিটিবে সাধ-মনেরি আমার ।।

২৭নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

গাউছ ধনের প্রেম নদীতে, চলরে ভাই প্রেম খেলিতে ।
 বৃথা জীবন যায় গো চলি, খেলি চল কাল থাকিতে ।।
 লালুতী প্রেমের খেলা, খেলি চল সকাল বেলা ।
 অন্তরে মুর্শিদ ধন আছে- প্রেম খেলা শিখাইতে ।।
 মুর্শিদ ধনের চরণ কাছে- প্রেমের তরী বাঁধা আছে ।
 তাতে নূরী দাঁড় লাগাইছে-দাসগণ পার করাইতে ।।
 মিছা মায়া ভব হতে-চাহ যদি পার হইতে ।
 দাস হাদী শীঘ্র চল গাউছ ধনের প্রেমতরীতে ।।

২৮নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

মিছা ভবের মাঝে এসে কিসের রং খেলরে মন মনুরা ।
 নিজ রঙ্গে মুর্শিদ সঙ্গে, খেল প্রেমখেলা-মন মনুরা ।।
 অজুদের শাহা সঙ্গে, খেলেছিল নানা রঙ্গে ।
 আজু কেন প্রেমখেলা-ভবে ভুলিলরে মন মনুরা ।।
 কোথায় গেল সেই দিন, সে সময়ে না ছিল ভিন ।
 দুয়ের বসন ঢাকে কেন রহিলারে মন মনুরা ।।
 লাহুতী জবরুতী ঠাম, ত্যাগিয়ে মলকুতী বাম ।
 নাছুতী বাজারে বসি-কিসের রঙ্গ খেলরে মন মনুরা ।।
 যাও দাস হাদীর মন-মাইজভাগুরীর শ্রীচরণ ।
 তাহে খেল নিজ রঙ্গ রসের-প্রেম খেলা-মন মনুরা ।।

২৯নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

দাসগণের প্রাণ হরিতে-ভয় নাহি দূত সমনে ।
 ফুল দেখাই প্রাণ হরিবে-নিজ হাতে গাউছ ধনে ।।
 মন্কির নকিরের ডর-কবরে নাহিক মোর ।
 আদবের চাবুক মারি-হাঁকাইবেন গাউছ ধনে ।।
 কবর কোশাদা হবে-পুষ্পশয্যা বিছাইবে ।
 সামনে বসি হাল্কা বন্দি-করাইবেন গাউছ ধনে ।।
 হীন দাস হাদী কর-হাশরেতে নাহি ভয় ।
 পিছে পিছে দাসগণ ফিরাইবেন গাউছ ধনে ।।

৩০নং শে'র মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

সাবধানে পাগল মন, খেলরে পাষান ।
 মওলাজির পাষান খেলা-হাল্কার ময়দান ।।
 তাতে আছে হারজিত-খেলরে মন সচকিত ।
 জয় পাবে যিনি দিবে-প্রথমে পরান ।।
 রেখনা আর প্রাণের আশ-সঁপি দেও বঁধুর পাশ ।
 গাউছ ধনের হালকা জান-কারবালা ময়দান ।।
 হাশরেতে স্বর্গীগণ, পাবে মওলার দরশন ।
 আশেক সবে হালকা-হাঁশর ময়দান ।।
 আদ্য দিয়ে নিজ প্রাণ-হাদী কর কোরবান ।
 তবে সে প্রেমের জিত-মওলাজির ফরমান ।।

৩১নং শে'র কবি আবদুল হাকিম রচিত

যতদিন না চিনিলাম, মুর্শিদ কেমন জনরে ।
 অন্তরে শতেক পর্দা-আছিল আমার রে ।।
 রোজা নামাজ অমূল্য ধন-সর্বদা জানিতাম মন ।
 মুর্শিদ ঈমান না চিনিয়া, মুণ্ড আছারিতাম রে ।।
 মোহন মুরতি জ্যোতিঃ, হৃদে প্রবেশিল যদি ।
 ঘণ্টপূর্ণ হইল যেন-সূর্য প্রবেশিল রে ।।
 আমার ভাগুর বিছে-সিংহাসন বানাইয়াছে ।
 নিত্য আসি খেলে বসি-ঐ সিংহাসনে রে ।।
 অধীন হাকিম বাণী-রোজা নামাজ হক জানি ।
 রুকু আর সজিদা করি মুর্শিদ চরণে রে ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩২নং শের

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত
 আয় দেলবরে দেলদার পিয়ারে—
 গাউছে মাইজভাগুর ।
 মালেকে মলকুত পেয়ারে—
 গাউছে মাইজভাগুর । ।
 নুরে রুহী ছিররে, ওয়াহ্‌দৎ—
 গাউছে মাইজভাগুর ।
 আফছারে লাহত পেয়ারে—
 গাউছে মাইজভাগুর । ।
 আফ্তাবে আর্শে আজম—
 গাউছে মাইজভাগুর ।
 আহ্মদে বেমিন পেয়ারে—
 গাউছে মাইজভাগুর । ।
 হায় ছগে দরবারে না'লা—
 আপ্কি শায়দা ।
 বাহরে ওছলত দরপে তেরে—
 গাউছে মাইজভাগুর । ।
 দেল তরপতা বাহরে নুরী—
 বলওয়ায়ে রোখহার ।
 নুরে আলম তাব পেয়ারে—
 গাউছে মাইজভাগুর । ।

ইল্লতে দুরিছে তেরে-

দেল ছদা বিমার ।

আয় তবিরে কল্বে পেয়ারে

গাউছে মাইজভাণ্ডার ।।

হাদীয়ে বেতাব কো আব-

দিজিয়ে দিদার ।

আয় মেরে মতলুব পেয়ারে-

গাউছে মাইজভাণ্ডার ।।

৩৩নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

চল্'গেয়ে জু তেগে বিজ্জলি-

গাউছে মাইজভাণ্ডার ।

তুরে ছিনা জ্বল গেয়া হায়-

দিল কিয়া হায় পাড় ।।

রাওশন কিয়া জু শময়ে রোকে-

গাউছে মাইজভাণ্ডার ।

পরওয়ানা হোকে জ্বল গেয়া হায়-

আশেকে দিলদার ।।

মাহশর মে জু আশেকছে মিলে-

গাউছে মাইজভাণ্ডার ।

যাহেঁদু কী হোঁশ উরেঙ্গী-

রেশ্ক ছে একবার ।।

ফেরদাউছ পর ঝলওয়া জু করে-

গাউছে মাইজভাণ্ডার ।

হুঁরৌকি দম উড়েঙ্গি-
 তব্হি হোকে বেকরার ।।
 উওহু যেহে নছিব-
 তেরে জাঁনু করো নেচার ।
 হাদীয়ে বেতাব শায়দা-
 গাউছে মাইজভাণ্ডার ।।

৩৪নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

দিল্ তরপ্তা হায় হামারা-
 আয় হাবিবে কিব্রিয়া ।
 গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী-
 ছর গোৱো হে আউলিয়া ।।
 এশ্কেনে তেরে ফেরায়া-
 মিছ্লে মজ্জু কো বকো ।
 নুরে আলম মাইজভাণ্ডারী-
 হাদীয়ে রাহে ছদা ।।
 বেকরারী দিল্ কো লেকর-
 জিন্দেগী বাহতা নেহী ।
 লে খবর জল্দীছে পেয়ারে-
 দস্তগীরে বেনওয়া ।
 দম্ল'বু পর হায় ছেতম-
 আবতো ছহা জাতা নেহী ।
 সাব্হায় রাওশন্ আপ্ পর-
 আয় আফতাবে আছফিয়া ।।

কেয়া ছেতাতা হয়, দেলে বেতাব কো-

ফোরকৎ তেরে ।

হায় গাওয়া ইছ্পর হামারা-

এশ্কেতু দেল্দার কা ।।

হাদীয়ে শায়দা কো তেরে-

এশ্ককী তল্ওয়ারছে ।

কব্ শহীদ আব তরছ থা কর-

আয় শফিকে বেরিয়া ।।

তবীচ দর্যাত লিচ দান্দার

৩৫নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

জমালে গাউছুল আজম কো দেখাহ-

হার এক শায়মে জল্ওয়া কুনা হায় ।

জিধরকো মাইনে নজব্ উঠায়া-

ওধর পিয়াকা তামাশা গা হায় ।।

আরব ও আজম আউর মুল্কে ছারে-

ইয়ে হাপ্ত একলীম মে পেয়ারে ।

খোরশিদে মাহতাব ফলক কি তারে-

পিয়াকে আয়না বাল্ক রাহা হায় ।।

জু নাজনিন কি রোখে মনববর-

জু হোছনে ইউছুপ গোলে ছন্ওয়ার ।

হারি এক চম্মানে আহবি পর-

হোছন পিয়াকে চমক্ রাহা হায় ।।

গোলাব রায়হান আবিব আশ্বর-

গোলে চ্যামেলী কলীচাম্পাপর ।

হারি এক গোল কো চ্যামনকি চোঙ্গা-

পিয়াকি খুশবু মহক্ রাহা হয় ।।

হারি এক কাবা ও বোদ কদাপর-

গরীবে হাদী কে খাস্তাদিল পর ।

আশন্ জমাকে বায়ঠাহে দিল্ বর-

তুশান আপনা দেখাহ রাহা হয় ।।

৩৬নং শে'র

মওলানা হাদী ছাহেব রচিত

চল গো প্রেম সাধুগণ-প্রেমেরী বাজার ।

প্রেম হাট বসাইয়াছে-মাইজভাণ্ডার মাঝার ।।

সেথা এক মহাজন-নূরে আলম গাউছ ধন ।

সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে-করেন বেপার ।।

প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে-টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে ।

সেকান্দারী আয়না তাতে-করেন তৈয়ার ।।

চিন নিরে সাধুগণ-সে কেমন রসিক জন ।

প্রভুর ভাণ্ডার জান-হাতেতে তাহার ।।

দাস হাদী শক্তিহীন-দিতে পারে নাহি চিন ।

আহাদ আহমদ মাঝে-মিমের দিওয়ার ।।

৩৭নং শে'র

মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী ছাহেব রচিত

“প্রেম দর্পণ” বই হইতে

গাউছধনের মর্ম ভবে সত্যমতে কেবা জানে ।

শরিয়তে বন্দা দেখি, হাকিকতে খোদাজানে ।।

প্রভু, আর তান মর্ম, ভবেকি জানিবে বল ।
 প্রভু, মর্ম তিনি জানে, তানে ভবে কি কর্তাজানে ।।
 সে আজলি সে আবদী সে এবতেদা, সে এন্তেহা ।
 সে আওয়ালে, সে আখেরে সে জাহেরে সে বাতেনে ।।

প্রেমের দুর্বিন লক্ষ্য হৃদয় দর্পণে হেরে ।
 গাউছ বেশ ধৈরে ভবে খেলিতেছে নিরঞ্জে ।।
 তানে ভাবে যেবা ভিন, পাবে না সে প্রভু চিন ।
 এই মতে ফরমাইতেছে কোরআনেতে নিরঞ্জন ।।
 গাউছধন মাইজভাগুরী দেখা দাও দয়া করি ।
 মকবুলেরে তোষ এবে মিশাইয়ে শ্রীচরণে ।।

৩৮নং শে'র

মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী ছাহেব রচিত

“প্রেম দর্পণ” বই হইতে

কলির পাপী উদ্ধারিতে মোহাম্মদ কাঙরিরে ।
 তান কাজের মূলাধার গাউছে মাইজভাগুরীরে ।।
 পয়গাম্বরী শেষ হইল-এমামগণ চলি গেল ।
 তের ছিদ্দি পরে এমাম-মেহেদি আখেরীরে ।।
 মা বাপের নাম তান-আবদুল্লা আমেনা জান ।
 আওলিয়াগণ হবে তান-শুধু কাজ কারবারিরে ।।
 যদি চাহ সৈন্য হৈতে-তান সৈন্য গন্য হইতে ।
 প্রধান সেনাপতি তান গাউছে মাইজভাগুরীরে ।।
 দজ্জালের সেনাপতি দুনিয়ার অধিপতি ।
 তার সৈন্য হবে যেবা ধুকাবাজ মক্কারীরে ।।
 এলমের আলেমগণে মেহদী আইন নাহি জানে ।
 তাই সে আওলিয়াসনে হল হিংসা কারিরে ।।

মকবুল সে কি জানিবে খোদা কারে কোথা নিবে ।
নিজ মনে দেখ কর, কার তাবেদারিারে ।।

৩৯নং শে'র

মওলানা আমিনুল হক হারবাস্কীরি ছাহেব রচিত
“জুম্লে আউলিয়া” বই হইতে
মাইজভাগুরী গাউছে আজম খোদার ভাগুর-
এস্কের আজব শান হইয়াছে প্রচার ।।
তানে প্রভু না সৃজিত-শেষে মাযারেফত না হইত ।
এস্কের লজ্জত ভবে না হইত সঞ্চার ।।
গাউছধন সৃজিয়া বিধি কেরামত জাহির ইত্যাদি ।
উজ্জ্বল রাওশন করিয়াছে ত্রিজগত মাঝার ।।
দাতার দরজা ভারি সখির সখি মাইজভাগুরী ।
তেকারণে নামের গুণে প্রশংসা অপার ।।
কাবায় গিয়ে হাজিগণ-হজ্ব করে জনে জন,
মদিনাতে জেয়ারত করে পাপ খণ্ডাইবার ।।
গাউছধনে এক নজরে-মদিনায় পাঠাইতে পারে,
দমে দমে হজ্ব আকবর নিত্য হয় দীদার ।।
গাউছের আমিন-হারবাস্কীরী-গুরুর নাম স্মরণ করি,
চরন্দীপে একমাত্র নাহি দোস্তুদার ।।

৪০নং শে'র

মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী ছাহেব রচিত
“প্রেম দর্পণ” বই হইতে
গাউছধনের প্রেম সাগরে-
ঈমান রত্ন ভেসে যায় ।

ধনী হতে সাধ থাকে যার-
 হঠাৎ করে নিতে আয় ।।
 কলির পাপী তরাইতে-
 আসিল সে এ ভবেতে ।
 ভক্তি করে নাম নিলে-
 দুকুল তরিয়া যায় ।।
 সে সকলের শিরোমণি-
 প্রেমাকাশে দিন মণি ।
 ইমান জ্যোতে করে ধনী-
 যে মিশে সে নূরী পায় ।।
 সাফল্য জীবন আর, সাফল্য নয়ন তার ।
 তান নূরী পদ যেবা-জীবনে দেখিতে পায় ।।
 মকবুল অধীন বলে-খোদার নূর আদম ছলে ।
 দেখিবারে ইচ্ছা হলে-মাইজভাঙারে দেখি আয় ।।

৪১এর শে'র

মওলানা মুহাম্মদ বজলুল করিম মন্দাকিনী রচিত
 “প্রেমাঞ্জলী” বই হইতে
 মওলানা রূপেরি বাহার । ২
 ভুবন মোহন রূপ-দেখতে চমৎকার ।।
 মুখ যেন পূর্ণ শশি-সদায় তাতে মধুর হাসি ।
 নয়ন ঠারে পাগল করে-
 তাবৎ সংসার ।।
 আঁখির নিমিষে তান-
 আছে কি মোহিনী বান ।
 যারে হানে তারে করে মজনুর আকার ।।

মওলানারে যে চিনিল-

ভবে থেকে স্বর্গ পেল ।

কিজানে নারকী যেবা-

আদ্য কুলাঙ্গার ।।

যুগল চরণে পড়ি-

করিমে বিনয় করে ।

কৃপা বিতরণে কর-

পরিব্রাণ তার ।।

৪২নং শে'র

বাবাজি মওলানার রূপ-সদায়-

মনে রাখনা ।

কুদ্রতের কারবারে আছেন-

বাবা মওলানা ।

রূপ দেখি কত রসিক-

হইয়াছেন দিওয়ানা ।

চরণেতে চল যাই, করিতাম ভজনা ।।

ক্ষেণে থাকে জজ্বা হালে-

ক্ষেণে থাকে সরলে ।

ক্ষেণেতে লুকিত হইয়া-

ছায়ের করে মদিনা ।।

বড় পীরের রূপ ধরি-

দেখা দিল মাইজভাগুরী ।

সেই রূপ দেখি দাস গণে-

করি লও সাধনা ।।

৪৩নং শে'র

মওলানা মুহাম্মদ বজলুল করিম মন্দাকিনী রচিত

“শেষ জীবন” বই হইতে

হজরত বাবাজান কেবলা কাবার স্মরণেঃ-

গাউছ ধন জগতের ছোলতান ।
 হজরত পীরাণে পীরের পদে পদ বান ।।
 গাউছিয়াত কুতুবিয়াত দুইপদে সমুন্নত ।
 গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী অতি উচ্চস্থান ।।
 নবীজীর নায়েব তিনি অলিকুলের শিরোমণি ।
 গাউছ ধনের বেলায়ত জমিন আছমান ।।
 নায়েব রছুল হয়ে মোজাদ্দেদী পদ পেয়ে ।
 স্থাপিয়াছেন মাইজভাণ্ডারে তরীকা প্রধান ।।
 পবিত্র জীবন ভরি কর্তব্য পালন করি ।
 প্রভুর নৈকট্য ধামে করিলেন প্রয়াণ ।।
 পাক জীবনের অবশেষে স্বর্গীয় কর্তব্য বশে ।
 মওলাধনকে করেছিলেন খেলাফত দান ।।
 পবিত্র জীবনীর মাঝে ঘটনার প্রমাণ আছে ।
 সাক্ষীতে আওলাদগণ আছেন বিদ্যমান ।।
 তাহাতে মওলানা বাবা ত্রিজগতের কেবলাবাবা ।
 নিঃসন্দেহে হয়ে গেলেন আলমের ছোলতান ।।
 মানব দানবগণ ভজে বাবার শ্রীচরণ ।
 জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বলে বাবাজান ।।
 দুই মিলি হল এক নাই কিছু পরথেক ।
 যে রাখে পার্থক্য ভাব সে বড় অজ্ঞান ।।
 জগত জোড়া হুকুমত যে না করে শির নত ।
 রাজদ্রোহী অপরাধি পাক্কা নাফরমান ।।

মওলার মুনকের হলে কে তারে দরবারী বলে ।
 শুনিলে তাহার কথা হারাবে ঈমান ।।
 রাজদ্রোহী না হইও বেয়াদবী না করিও ।
 করিমে কয় সাবধান হওরে মুরিদান ।।

৪৪নং শে'র

আবদুল জব্বার প্রণীত “অন্বেষণে মওলা”

১ম সংস্করণ বই হইতে

তোমার পাক নামে গাউছুল আজম-ছোলতান মওলানা ।
 দিন দুনিয়ার খুবী আখের জমানা ।।
 নামটি তোমার রহমান-সত্য তুমি মেহেরবান ।
 গাইন, লাম, মিম লাগায়ে-করছ ছলনা ।।
 মিছরে মাণ্ডক বলে-আরবে আহমদ ছলে ।
 চটল মাঝারে দেখি-খোদের কারখানা ।।
 আরবে আজমে নয়-তুরকে ইরাণে নয় ।
 জাঁহান বেড়িয়া দেখি-তোমার নিশানা ।।
 বুঝেছি বুঝেছি আমি আদমেতে আছ তুমি ।
 চৌদ্দ ভুবনময় তুমি-কর ছলনা ।।

৪৫নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি ছাহেব প্রণীত

“বিরহ তরঙ্গ” বই হইতে

আমার মন ভোলাধন গাউছ রতন-কোথায় লুকাল ।
 শোক সাগরে সকলেরে ডুবাইয়া গেল ।।
 পুত্র, কন্যা, পরিজন-দাস দাসী ভক্তগণ ।
 কেঁদে কেঁদে অচেতন হইয়া গেল ।।

তেরশ তেতাল্লিশ সালে-বাইশা চৈত্র প্রাতঃকালে ।
 অকস্মাত সকলেরে কাঁদায়ে গেল ।।
 হায় হায় কি হইল-বাবাজান কোথায় গেল ।
 চতুর্দিকে রোল মাতম পড়িয়া গেল ।।
 থানায় থানায় খবর হলো-বাবাজান চলে গেলো ।
 চতুর্দিকে সাহাজাদার টেলী চলিল ।।
 সোমবার গত হলো-মঙ্গলবার দেখা দিলো ।
 দলে দলে আশেকগণ ধেয়ে আসিল ।।
 সেইদিন শেষ বেলা-ময়দানে করিল মেলা ।
 নুরী বাবার লাশ কাঁধে নিয়ে চলিল ।।
 নুরী অঙ্গ নাহাইয়া-নব সাজে সাজ দিয়া ।
 নৌশা যেন সাজাইয়া কাঁধে লইল ।।
 আল্লাহ্ আল্লাহ্ রবে-ময়দানে পৌছিয়া সবে ।
 জানাজা পড়িয়া পুনঃ যাত্রা করিল ।।
 মেঝে দাদা ইমাম হলো-মোক্তদীগণ পাছে রলো ।
 আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে ফিরে আসিল ।।
 মঞ্জেল করিয়া শেষে-রহমানী মঞ্জেল পাশে ।
 চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিল ।।
 কার বাড়ী কার ঘর-কে আপনা কেবা পর ।
 মাটির নীচে নুরীতন রাখিয়া এল ।।
 সমাধি হইল শেষ-ঘুচে গেল সব ক্লেশ ।
 দুনিয়া বে-ওফা হতে মুক্তি পাইল ।।
 আহারে ভাণ্ডারী ধন-না বুঝিয়া মুখগণ ।
 তোমার সুকীৰ্তি হতে দূরে রহিল ।।
 তুমি যে অমর হয়ে-গিয়াছ সব বিসর্জিয়ে ।
 তোমার হাতে চাৰি রইল কেউ না বুঝিল ।।

তুমি সত্য সত্য বাবা-দাসগণের কেবলা কাবা ।
 তোমার ভাবে যে রহিল শান্তি পাইল ।।
 সাহাপুরী দাসে বলে-কোথায় বাবা লুকাইলে ।
 প্রকাশ্য না দেখি বলে দুঃখ রহিল ।।

৪৬নং শে'র

মওলানা হাদী সাহেব রচিত
 হজরত ছোট মওলানা ছাহেব কেবলা স্মরণে
 প্রেম মদে মত্ত হয়ে হরিলাম গো প্রেম বাগানে ।
 প্রেম নিধি শুইয়াছে-প্রেম ফুলের সিংহাসনে ।।
 দীন মণির রূপ নিতে-তারকা মণ্ডল সাথে ।
 নানা ছলে কুতুহলে-শশী খেলে বন্ধুর সনে ।।
 ভাণ্ডার সে বৃন্দাবন, প্রেম নিধি গাউছ ধন ।
 আমিন ধন শশী হেন-কহে দাস হাদী হিনে ।।

৪৭নং শে'র

মওলানা বজলুল করিম প্রণীত “প্রেমাঞ্জলি” বই হইতে
 মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোছাইন ছাহেব কেবলার স্মরণে

দেখে লও কুদ্রতির শান-২
 ত্রিজগতের নয়ন জ্যোতিঃ দেলা বাবাজান ।।
 গাউছ ধনের হৃদয়মণি ইমাম হোছাইন ছানী ।
 শশী মুখ দেখতে সবেব ফেটে যায় প্রাণ ।।
 গুণেতে জগত ভরি-রহিছে ভাণ্ডার জুড়ি ।
 সিংহাসনের সুগৌরব শ্রীনামে তাঁহার ।।
 মহিমার নাই ওর, শাহা বাবা দেলাওর ।
 বিদ্যার সাগর তিনি, আওলিয়া প্রধান ।।

তিনি যারে দয়া করে- গাউছ ধনে চায় তারে ।
 মওলানাজি বাসে ভাল-পাছে পরিত্রাণ ।।
 বাবাজির শ্রীচরণ-সবিনয় নিবেদন ।
 করিমরে দয়া কর- বাবা দো জাহান ।।

৪৮নং শে'র

আবদুল জব্বার প্রণীত “অশেষণে মওলা”

১ম সংস্করণ বই হইতে

দেল পেয়ারা দেলা বাবা, আউলিয়া প্রধান ।
 নুর নবী হজরতের একমাত্র নিশান ।।
 গাউছের পেয়ারা তিনি, নব গুণে রত্ন যিনি ।
 বিদ্যার সাগর তিনি, সৈয়দী খান্দান ।।
 তান বাক্য যে শুনিবে-দিলে ময়লা না-রহিবে ।
 অমৃত মাখান কথা, অপূর্ব বয়ান ।।
 মানব কুলে নাহি মিলে, নাহি মিলে হুর কুলে ।
 আজব নূরের জ্যোতিঃ-অজুদে মাখান ।।
 জব্বারে বলিছে আজি-যুবরাজ সেজেছ বুঝি ।
 সাজাইব সিংহাসনে, উড়াইব নিশান ।।

৪৯নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি সাহাপুরী প্রণীত
 “প্রেমতরী” বই হইতে

সৈয়দ দাদা দেলা ময়নার, কি করি বাখান ।
 নূরে আলম মাইজভাণ্ডারীর, অবয়ব নেশান ।।

মৃগ আখি যোগল ভুরু-খর্গ নাসা মুখ চারু ।
 মৃদু হাসি মুখ শশী-দেখলে জুড়ায় প্রাণ ।।
 শীর্ণ দেহ পূর্ণ প্রাণ-ভাবে পরিপূর্ণ মন ।
 রূপে গুণে অতুলন-নাহি অভিমান ।।
 সরল সুবিজ্ঞ অতি-সুস্ব দর্শী তীক্ষ্ণ মতি ।
 ভাবে আঁখি পূর্ণ জ্যোতিঃ-পুরুষ মহান ।।
 পরশের পরশ মণি-ভাণ্ডারীর পৌত্র তিনি ।
 প্রকাশ্য কি দিব আমি-পরিচয় তাহান ।।
 নাম নামি ইছমে ছামি-পাপ মুখে বলি আমি ।
 সৈয়দ দেলাওর হোসাইন-শাহে আলী শান ।।
 স্বাভাবিক আওলিয়া তিনি-অলিগণের শিরমণি ।
 কি দিব তুলনা আমি-অবোধ অজ্ঞান ।।
 সাহাপুরী শক্তি হীন-দিতে নাহি পারে চিন ।
 ইমাম হোছাইন যেন-নবিজীর নিশান ।।

৫০নং শে'র

মওলানা মুহাম্মদ বজলুল করিম প্রণীত “প্রেমের হেম” বই হইতে
 মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী স্মরণে
 মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদ বাসী ।
 উজ্জ্বল করিলেন দেশ-পাপের তিমির নাশি ।।
 মন গুরু কল্প তরু, সর্ব পূজ্য ধর্ম গুরু ।
 জ্ঞানের গগণে যেন-ভাসিয়াছে পূর্ণ শশী ।।
 বিদ্যার সাগর বটে, জ্ঞানের তটীনি তটে ।
 জ্ঞান দানে রত হয়ে, সর্বদা রয়েছেন বসি ।।
 জ্ঞান ভিক্ষা নিতে কত-নরনারী শত শত ।
 দীক্ষা সূত্রে বদ্ধ হয়ে-হয় তাঁর দাসদাসী ।।

মাইজভাণ্ডারীর দত্তধন-করেছে সদা বিতরণ ।
 যত ছাড়ে তত বাড়ে-অফুরন্ত ধন রাশি ।।
 ধর্ম গুরু কর্ম নেতা-সুহৃদয় দয়াল দাতা ।
 দর্শনে তাপিত প্রাণ-আনন্দেতে যায় ভাসি ।।
 সমাজে অনিলে শান্তি-নাশি লোকের ভুল ভ্রান্তি ।
 রচনা করিয়ে কত-কত ধর্ম গ্রন্থ রাশি ।।
 সুপ্রসিদ্ধ কাজি বংশ- হয়ে ছিল প্রায় ধ্বংশ ।
 পুনর্জীবন দিয়াছে তিনি-ইহলোকে আসি ।।
 এ-দীন করিম হীন-অনুগত অনুদিন ।
 স্মরণ রাখিও বাবা-আমি তোমায় ভালবাসি ।।

৫১নং শে'র

মওলানা মুহাম্মদ বজলুল করিম প্রণীত “শ্রেমের হেম” বই হইতে
 মওলানা আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী স্মরণে
 মওলানা আমিনুল হক নামে শাহা হারবাঙ্গিরী ।
 স্বর্গ ধামে গেল চলে-নশ্বর জগৎ ছাড়ি ।।
 জ্ঞান জ্যোতে ছিল যার-সমুজ্জল এ সংসার ।
 হায়রে শাহা গেলেন কোথা-সংসার অন্ধকার করি ।।
 তত্ত্ব পথে যথা যত- দেখে তারে সমুন্নত ।
 দান করিলেন খেলাফত-আপে শাহা মাইজভাণ্ডারী ।।
 চাহিবারে জ্ঞান ভিক্ষা তত্ত্ব পথে নিতে দীক্ষা ।
 দ্বারস্ত থাকিতে যার শতশত নরনারী ।।
 হায়রে দুঃখ বলিকারে- কারে পাব এ সংসারে ।
 বিচ্ছেদ বেদনা মন-কার কাছে বলিতে পারি ।।
 জ্ঞান দানে হয়ে রত-ভ্রষ্টেরে দেখাতে পথ ।
 সুদূর সমুদ্র পারে-এসেছিলেন রাজ্য ছাড়ি ।।

বিভুর ডাকে সারা দিয়ে-জীবন বাণ্ডি নিবাইয়ে ।
 বর্মাতে সমাধি নিল-মেয়ং মেয়া নামে পুরী ।।
 করিমে ফাতেহা পড়ি-বিভুতে প্রার্থনা করি ।
 কৃপা দৃষ্টি কর তাঁরে ওহে বাবা মাইজভাণ্ডারী ।।

৫২নং শে'র

মওলানা মুহাম্মদ বজলুল করিম প্রণীত
 আবদুল মজিদ শাহ আজিম নগরী স্মরণে
 প্রেম নুরে নুরানী বাবা-মামুজীর চন্দ্রানন ।
 আবদুল মজিদ শাহা-আজিম নগরী ধন ।।
 প্রেমের পথিক যারা-প্রেমের ডাকে দিয়ে সারা ।
 প্রেমানন্দে আসি সবে ভজ বাবার শ্রীচরণ ।।
 বাবাজীর প্রেমাসীতে-নরনারী শতেশতে ।
 জগৎ যাতনা হতে-পেয়ে গেছেন পরিত্রাণ ।।
 প্রেম বাগানের কল্লতরু-ভাব রাজ্যের দীক্ষা গুরু ।
 ভ্রষ্টেরে দেখাতে পথ-রেখে গেছেন গাউছ ধন ।।
 দয়াল অন্তর অতি-মহাপ্রাণ মহামতি ।
 কৃপার ভিখারী যার-স্বর্গের দেবতাগণ ।।
 বাবাজীর শ্রীচরণে-কান্দিয়ে করিমে ভনে ।
 জগত তরায়ে নিলা-দাসের বেলা মৌন কেন ।।

৫৩নং শে'র

রায়হানের রচিত “প্রেম পুষ্পহার” বই হইতে
 মওলানা জমিরুদ্দিন লতিফ শিকদার স্মরণে
 চল ভাই তিথগা চল লতিফ শিকদার বাগানেতে ।
 ভাণ্ডারীর ফুল ফুটাইছে-চান্দের আলো খেলে তাতে ।।

ফুটেছে ফুল মনোহর-দেখতে শোভা চমৎকার ।
 দেখলে রূপ জুড়ায় আঁখি-মনভুলে যার সৌরভেতে ।।
 ফুল ফুইটেছে মন মোহিনী-মন হরে নেয় রূপসিনী ।
 দেখলে রূপ চান্দ বদনী-জ্যোতিঃ খেলে অন্তরেতে ।।
 ফুলের জ্যোতিঃ আকাশেতে-খেলা করে চান্দের সাথে ।
 হ্র পরি নূরি জাতে-আশেক হয় সেই ফুলেতে ।।
 সেই ফুলের গন্ধে কত ফুটেছে কলি নানান মত ।
 গোলাপ বেলী চাম্পা কলি-প্রসিদ্ধ রায়হান তাতে ।।
 প্রসিদ্ধ নগরি বইলে-ঘোষে লোকে সেই ফুলে ।
 লতিফ শিকদার গ্রাম-বাস ত্রিপুরার অন্তর্গতে ।।
 ভাণ্ডারীর খলিফা তিনি-আকাশের চান্দ যিনি ।
 ফুলের মতন বদন খানি-মনির মন ভুলে তাতে ।।
 বড় মওলানার রূপ ধরি-বসিয়াছেন সেই নগরী ।
 আশেকগণের মন হরি-খেলা করে আনন্দেতে ।।
 নিজ দাসগণ প্রতি-স্নেহ দৃষ্টি রাখেন অতি ।।
 তাই মোরা হীন মতি-ভক্তি করি অন্তরেতে ।।
 মোছাহেব দীনহীন-ফুলের গন্ধে করে গান ।
 চল ভাই আশেকগণ-দেখি আসি নয়ানেতে ।।

৫৪নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি সাহেব রচিত "প্রেমতরঙ্গী" বই হইতে
 মওলানা রজব আলী সাকরাপুরী স্মরণে

মাননীয় শাকরা পুরী আসিলরে ।

ওয়ারেছুল আযিয়া রূপে মজালরে ।।

নায়েক ফায়েক তিনি— প্রেমতে পরশমণি ।

নায়েবী দফতরে খ্যাত হইল রে ।।

শাহে আলম মাইজভাগুরী দেখাইল কৃপা করি ।

হক্ নামের জয় ঢাক বাজিলরে ।।

রছুলের নিদর্শন—দেখে শান্ত হল মন ।

জগতে জয় ধ্বনি যেন পড়িল রে ।।

বলিতে না পারি গুণ—রূপেতে ইউছুপ যেন ।

আহা কি সুন্দর প্রভু সৃজিলরে ।।

লিখিতে দফতর হয়—দেয় নামের পরিচয় ।

প্রত্যেক পদের আদি অক্ষর ধরে ।।

এক হতে একাদশে ধ্যান অনিমেষে ।

সপ্ত মাসের চাঁদ ভাসিবে রে ।।

সাহাপুরী সত্য কয় — সত্য খোদা দয়াময় ।

যে ভজিল সত্য রাজ্য পাইল রে ।।

ওহে প্রভু নিরঞ্জন— করিতেছি আরাধন ।

দাসগণের আশা পূর্ণ করনা রে ।।

৫৫নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি সাহেব রচিত “প্রেমতরঙ্গী” বই হইতে

মওলানা শাহ অলিউল্লা রাজাপুরী স্বরণে

রাজাপুরীর শানে আমি কি করিব বর্ণনা ।

ভাগুরীর ভাবে চলে রাজাপুরী মওলানা ।।

রাজাপুরী নয় সামান্য রাজাপুরী মহামান্য ।
 পুণ্য রাজ্যে ধন্য ধন্য রাজাপুরীর ঘোষণা ।।
 মজনুন আশেক যেন- ভাঙুরীর ভাবে হেন ।
 মজিয়ে ভাঙুরীর প্রেমে পেল মওলার ঠিকানা ।।
 রাজ্য ধন তুচ্ছ করে-ভাঙুরীকে রাখে শিরে ।
 রাজাপুরীর হৃদাশনে বিরাজেন মওলানা ।।
 ভাঙুরীকে যে পাইল- খোদা রসুল সে চিনিল ।
 গাউছুল আজম মাইজভাঙুরী পূর্ণ করেন বাসনা ।।
 বলে হীন সাহাপুরী ধন্য ধন্য রাজাপুরী ।
 প্রেম রাজ্যের রাজা হয়ে রাজ্যসুখ চাইল না ।।
 প্রেমরাজ্যের রাজা যিনি- সকলের মান্য তিনি ।
 রাজাধিরাজ গুণমণি মাইজভাঙুরী মওলানা ।।

৫৬নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি সাহেব রচিত “প্রেমতরঙ্গী” বই হইতে
 মাননীয় মওলানা রিজুওয়ান সাহানগরী ছাহেব স্মরণে

মাননীয় সাহানগরী আউলিয়া প্রধান ।
 ওলমা দফতরে আরো গৌরব তাঁহান ।।
 লাভের বাণিজ্যতরে আসা যাওয়া মাইজভাঙুরে ।
 না বুঝিয়ে নিন্দা করে এখওয়ানু শ্যায়তান ।।
 শানে চলে ভাঙুরীর হাদীয়ে রওশন জমীর ।
 হকীকতে বটে তিনি ছিদ্দিকে জমান ।।
 জজ্বা হালে সদা আছে ভাবুকগণ ভাবে নাচে ।
 মিমাঞ্চল মুখে দিয়ে লুকাইয়ে যান ।।
 রজত কাঞ্চন যেন জ্বলে পুড়ে হয় রাওশন ।
 দ্বিগুণ প্রেমের জ্বালায় বাড়ে নুরী শান ।।

নজর করেন যারে গুণা তার যায় বারে ।
 আনন্দে আশেক নাচে হইয়া অজ্ঞান ।।
 হরিয়ে আশেকের প্রাণ- দেখায় মাণ্ডকীশান ।
 মজিয়ে আপন প্রেমে মজায় আশেকান ।।
 দরুদ ছালাম পড়ি ভাণ্ডারীর নাম স্মরি ।
 সামান্য লিখিনু- কিছু নগরীর শান ।।
 বিদ্যাহীন শাহাপুরী- পরিচয় দিতে নারি ।
 ভাণ্ডারীর কৃপা গুণে- করি গুণগান ।।

৫৭নং শে'র

সৈয়দ মোছাহেব উদ্দিন কাজি সাহেব রচিত “প্রেমতরঙ্গী” বই হইতে
 সৈয়দ সমশেরুজ্জমান বোয়ালিয়া স্মরণে
 বাবা সমশেরুজ্জমান, সৈয়দ সমশেরুজ্জমান ।
 কৃপা করি অধমেরে কর পরিব্রাণ ।।
 ছিলাম আমি মতি ভোলা-
 দেখায়ে অপূর্ব লীলা ।
 ভাণ্ডারীর নামে দিলা করিয়া কোরবান ।।
 তব পদাশ্রয়ে নিয়া ভাণ্ডারীর চরণে গিয়া ।
 পেয়েছি অমূল্য ধন সপিয়া পরাণ ।।
 তবে দায়ে দীন হীন বান্দা আছি চিরদিন ।
 সাধ্য নাহি শোধিবারে অমূল্য এহছান ।।
 তব যোগ্য পূজা দিতে সাধ্য নাহি কোনমতে ।
 তুমি যদি কৃপা কর পাই পরিব্রাণ ।।
 সাহাপুরী দাসবলে মউত নিদান কালে ।
 পাদুকা দেখিয়া দুখান যায় যেন প্রাণ ।।

৫৮নং শে'র

হজরত গাউছুল আজম শাহু আহমদ উল্লাহ ছাহেব, চট্টগ্রাম এর নাম
পাকের বিশেষত্ব

হাজি আয়ুব আলী চৌং স্পেশাল সবরেজিষ্টার ছাহেব প্রণীতঃ-

হ-হয়েছে উজ্জ্বলধরা কিরণে তোমার ।

জ-জয়কেতু উড়ে তব আকাশে আবার ।।

র-রহিবে তোমার নাম এ নশ্বর ভবে ।

ত-তপন বিমান দেশে যতদিন রবে ।।

গ-গগণে উঠিয়া কভু যদিও মিহির ।

উ-উজ্জ্বলিত করে ধরা বিনাশে তিমির ।।

ছ-ছল বল পূর্ণ কিন্তু বিশাল সংসার ।

ল-লভিয়াছে নিত্য জ্যোতিঃ প্রভাবে তোমার ।।

আ-আমাশা সরে মানুষের কুল ইন্দ্রবর ।

জ-জয়গান করে তব কত মধুকর ।।

ম-মধুকর মধু লোভে করয় গুঞ্জন ।

স-সাধুগণ সাধে গায় তোমার গায়ন ।।

হ-হজরত নিরাপদ নগরে যেমন ।

মাঘ দশে তবদ্বারে মহা সম্মিলন ।।

আ-আহাদ ছমদ নাম সুরা এখলাছে ।

হা-হাসি হাসি পশে মীম আহাদে হরষে ।।

ম-মনোভীষ্ট হল পূর্ণ মীমের তখন ।

দ-দরশনে আহমদ আহাদ গোপন ।।

উ-উজ্জ্বলিত হৃদাগার তাহার নিশ্চয় ।

লয় যেবা বিভু নাম নিত্য মধুময় ।।

লা-লাহুত সাগরে মগ্ন ক্রমে সেইজন ।

হ-হর্বমনে রবিশশী করয় দর্শন ।।

সা-সাধনা কামনা ফলে পুরে মনোরথ ।
 হে-হেরেছে নজম সুরা শমস্ অবিরত ।।
 ব-বশীভূত ষড় রিপু করিবে যখন ।
 অন্বেষণে সখা সনে তোমার মিলন ।।
 চ-চয়ন করেছি ফুল স্বর্গীয় কাননে ।
 ট-টলমল পরিমল আশ্চর্য দর্শনে ।।
 ট-টলিবে মুনির মন হেরি নবহার ।
 গ-গগণের মাঝে যথা নক্ষত্র প্রচার ।।
 রা-রাত্রে শুধু তারারাজি হয় বিভাসিত ।
 ম-মম মালা দিবা নিশি রবে উজ্জ্বলিত ।।

৫৯নং শে'র

হজরত মওলানা মুফতি মোহাদ্দিছ শাহ ছুফী সৈয়দ মুছিবুল্লা মির্জাপুরী
 বড় মওলানা (কঃ) ছাহেব স্মরণে

এয়া আহলে কবরে ওয়ালা,

মুছিবুল্লা তোমারী নাম ।

মলকুত ওয়ালা তোমারী নাম

জবরুত ওয়ালা তোমারী নাম ।।

আসিলে তুমি, দিল রাজ হয়ে

রহমতুল্লীল আলামিন ।

লকব তোমার মোস্তফা

হাদীয়ে জামান তোমারী নাম ।।

নায়েব রত্নুল তুমি সবে,

উজিরে আজম গাউছ ধনের ।

তুমি হও মাহবুবে মকবুল

জপে সদা তোমারী নাম ।।

জিকির তোমার লইল সবে

শুনে সবে তোমারী নাম ।

মির্জাপুরের নর নারীর

গলার মালা তোমারী নাম ॥

তুমি আমার নায়েব নবী

তুমি আমার জবরুত মাঝি ।

প্রাণ ত্যজিব তোর দামান ধরি

জিকির সুরে লই তোমারি নাম ॥

ছায়াদের কাণ্ডারী তুমি

আফছরে পুল ছেরাত তুমি ।

পার হইব পুল ছেরাত

জপি জপি তোমারি নাম ॥

৬০নং শে'র

আমার, মির্জাপুরী বড় মওলবী

প্রেমের গোলাপ ফুল ।

প্রেমদান করেন সদা আশেক প্রেমিক দল ॥

মির্জাপুরী বড় মওলবী গাউছ ধনের পীর ভাই ।

ফুটিল তাই প্রেম বাগানে দুইটি প্রেমের ফুল ।

মির্জাপুরী বড় মওলবী গাউছ ধনের নয়ন জ্যোতিঃ ।

গাউছ ধনের প্রেম বাগানে হইল সেরাফুল ॥

মির্জাপুরী বড় মওলবী গাউছ ধনের খালতুত ভাই ।

তদোপরি বেহাই রূপে চালায় প্রেমতরি ॥

দুই মিলি হল এক, নাহি কিছু পরথেক ।

প্রেম সাগরে মিলিয়ে দুইজন চালায় প্রেম তরী ॥

প্রেম সাগরে মির্জাপুরী জবরুত শানে চালায় তরী ।
 বকার হাওয়ায় চালায় তরী আমার গাউছে ভাঙুরী ।।
 হীন দাস ছায়াদ বলে দো কাণ্ডারীর দামান তলে ।
 ধরিয়াছি বকার হাওয়ায়-মম নাচুত তরী ।।

৬১নং শে'র

“নূরে দুনিয়া” রমেশ চন্দ্র সরকার প্রণীত ।

দেখে যারে মাইজভাগারে আজব রং এর ফুল ।
 ঝাকে ঝাকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল ।।
 ফুলের রং দেখেছে যারা হয়ে গেছে আত্মহারা ।
 দুনিয়ার সুখ চায়না তারা, চায়না জাতির কুল ।।
 ফুলের সুঘ্রাণ নাকে গেলে হৃদয়ে আনন্দ খেলে ।
 তারে খাটী মানুষ করে তোলে অকুলে পায় কুল ।।
 সেই ফুলেরি সুবাসে দিল খোলে আর আঁধার নাশে ।
 নিভ রসে চিত্ত ভাসে প্রেম বাগে বুলবুল ।।
 রমেশ এই পাপ নয়নে ফুল দেখেছে ভাগ্যের গুণে ।
 ডালপালা তার ত্রিভুবনে শূন্যেতে তার মূল ।।

৬২নং শে'র

“জীবন সাথী” রমেশ চন্দ্র সরকার প্রণীত ।

তৌহিদে পাইবে খোদা অজুদে মজুদ ।
 তৌহিদে হাছেল হয় ছমিউন মাবুদ ।
 তৌহিদ বুঝিল যেই কামেল বনিল সেই,
 তৌহিদ না বুঝে বন্দা বইনে যাই মর্দুদ ।
 তৌহিদে দিল ছাপা হয়, তৌহিদে দুনিয়া জয়;
 তৌহিদে জানিতে পারে মাবুদের কুদ্রাত ।

তৌহিদের তলোয়ার চমকে বিজলি ধার,
 তৌহিদে বুঝিতে পারে ওয়াজেবুল অজুদ ।
 তৌহিদে সাধন সার, তৌহিদে পুলছেরাত পার,
 তৌহিদে পায় খোদার দিদার, হইয়া বেখোদ,
 রমেশ বলে সত্য জানি, ভাঙরী তৌহিদের খনি,
 তৌহিদে মিলায়ে দিবে দুধের সাথে দুধ ।

৬৩নং শে'র

শ্রী রমেশ চন্দ্র সরকার রচিত ।

জলিল জব্বার তুমি, জলিল জব্বার
 তোমার প্রেমেতে হলো দুনিয়া গুলজার,
 জলিল জব্বার তুমি, জলিল জব্বার ।।

পেয়ে তোমার ফুলের মধু
 কুলছাড়া হয় কুল বধু,
 অসাধু হয়েছে সাধু,
 প্রেমে যে তোমার ।।

হুর, পরী, ফিরিস্তা যত
 চরণ সেবে অবিরত,
 জ্বীন, ইনসান কদমে নত
 আছে বেগুমার ।।

হাসরের ময়দানে যবে
 পাপী যদি কষ্ট পাবে,
 রমেশ বলে মনে ভেবে,
 তোমার কি দরকার ।।